ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার -০৬/১১/২০১৭ ।।

কৈলাসহরে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপিত

কৈলাসহর,০৬ নভেম্বর ।। অতীত ছাড়া বর্তমান হয় না, আর বর্তমানকে বাদ দিয়ে ভবিষ্যৎও হয় না। প্রবীণের অভিজ্ঞতা, নবীনের কর্মক্ষমতা এবং মেধার সমন্বয়ে গড়ে ওঠে সমৃদ্ধ দেশ ও সুন্দর জীবন। স্থানীয় উনকোটি কলাক্ষেত্রে বিশ্ব প্রবীণ দিবসের অনুষ্ঠানে গতকাল একথা বলেন শিক্ষামন্ত্রী তপন চক্রবর্তী । তিনি বলেন, যখন ছেলে-মেয়েরা বাবা-মাকে বোঝা ভাবতে শুরু করে, তখন সবকিছু থেকেও বাবা-মা-রা অসহায় হয়ে পড়েন। আইনের মাধ্যমে ভরণপোষণ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা পাওয়া যায় না। অনুষ্ঠানে প্রবীণদের আইনী সহায়তা বিষয়ে এবং স্বাস্থ্য চিকিৎসা বিষয়ে যথাক্রমে আলোচনা করেন প্রবীণ আইনজীবী চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য ও ডা. বিপ্রজিৎ দেববর্মা। স্বাগত ভাষণ রাখেন গভঃ পেনশনার্স এসোসিয়েশনের কৈলাসহর শাখার সম্পাদক ক্ষিতিশ চন্দ্র দত্ত। অনুষ্ঠান শেষে সভাপতিমন্ডলীর পক্ষে ধন্যবাদসূচক আলোচনা করেন কৈলাসহর পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মনীষ সাহা। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করেন মিহির কান্তি দাস ও সাথী পাঁজা। কৈলাসহর পুর পরিষদ ও ত্রিপুরা গভর্মেন্ট পেনশনার্স এসোসিয়েশনের কৈলাসহর শাখা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

পরিচর্যা প্রদানকারী মহিলাদের প্রশিক্ষণ শিবির

আগরতলা,০৬ নভেম্বর ।। আমতলীস্থিত ভোলাগিরি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে পরিচর্যা প্রদানকারীদের নিয়ে সম্প্রতি তিনদিনের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা মহিলা কমিশন এবং ঊষাজ্যোতি কল্যাণকামী সংস্থার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই শিবিরের উদ্বোধন করেন মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন মণিকা দত্ত রায়। শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের সদস্যা সচিব অপর্ণা দে, বাগমারা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লক্ষ্মী বিশ্বাস ভৌমিক, কমিশনের আইন বিশেষজ্ঞ দেবস্মিতা চক্রবর্তী প্রমুখ।

উদ্বোধকের ভাষণে কমিশনের চেয়ারপার্সন শ্রীমতি দত্ত রায় বলেন, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মহিলারা যেমন স্বরোজগারী হবেন, তেমনি অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হয়ে সংসার প্রতিপালনেও সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন। গ্রাম প্রধান লক্ষ্মী বিশ্বাস তাঁর ভাষণে মহিলাদের স্বনির্ভর হওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেন। আইন বিশেষজ্ঞ দেবস্মিতা ভট্টাচার্য মহিলা ও শিশুদের সাংবিধানিক অধিকার, বিবাহ নিবন্ধীকরণ আইন, বিবাহ বিচ্ছেদ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করেন। শিবিরে হোম বেইসড এ্যডুকেটর রূপা শর্মা, স্টাফ নার্স পৌষালী ভৌমিক, এম.পি.ডব্লিউ. প্রতিমা ভৌমিক, সংশ্লিষ্ট সংস্থার সম্পাদক প্রণব পাল প্রমুখ আলোচনায় অংশ নেন। সভাপতিত্ব করেন সংস্থার সভাপতি অন্তু রায়। প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলাদের শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

বড়লুৎমায় মহারাস উৎসবের সমাপ্তি

কমলপুর,০৬ নভেম্বর ।। কমলপুর মহকুমার বড়লুৎমায় আয়োজিত বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীদের মহারাস যাত্রা উৎসব ও মেলা গতকাল শেষ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ পবিত্র কর। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের সকল অংশের মানুষ দলমত নির্বিশেষে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে বসবাস করে আসছে। শারদীয় উৎসব হোক, কিংবা বড়দিন, ঈদ এই সব উৎসবে এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষ অংশ গ্রহণ করেন। এসব অনুষ্ঠানে ধর্মীয় কোন বাধ্যবাধকতা থাকেনা। প্রতিটি উৎসবই পরিণত হয় মানুষের মিলন মেলায়। বড়লুৎমা রাস উৎসব ত্রিপুরার অন্যতম বৃহৎ উৎসব বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ধলাই জিলা পরিষদের সভাধিপতি পরিমল চন্দ্র দাস, বিধায়ক অঞ্জন দাস, আসাম রাজ্যের চিত্রাঙ্গদা অ্যাকাডেমীর সভাপতি পরিমল সিন্‌হা প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক বিজয়লক্ষ্মী সিন্‌হা। স্বাগত ভাষণ রাখেন রাস কমিটির সচিব প্রসেনজিৎ সিন্‌হা।

উল্লেখ্য, ৪ দিন ব্যাপী এই রাস মেলা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে বিমল সিন্‌হা স্মৃতি মুক্তমঞ্চে প্রতিদিনই আয়োজিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আসাম, মণিপুর, মিজোরাম সহ ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পীদের পরিবেশনায় মুখরিত হয়েছিল মেলা প্রাঙ্গণ।

আমবাসায় উন্নয়ন কাজ

আমবাসা,০৬ নভেম্বর ।। আমবাসায় অগ্নিনির্বাপক কার্যালয়ের দ্বিতল পাকা বাড়ী নির্মাণের কাজ চলছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের উদ্যোগে এই বাড়ী নির্মাণে ব্যয় হবে ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকা। এই কার্যালয়টি আমবাসা থানা সংলগ্ন স্থানে গড়ে উঠছে। এছাড়া, আমবাসা ব্লকের পূর্ব নালীছড়া পঞ্চায়েতের লালছড়ি ব্রীজ থেকে হরিণমারা পর্যন্ত ১.৩ কিলোমিটার রাস্তা রিকার্পেটিং করার কাজ চলছে। এতে ব্যয় হবে ৫০ লক্ষ টাকা। আমবাসা পূর্ত কার্যালয়ের আধিকারিক এতথ্য জানিয়েছেন।

৯৩ জন মাছ চাষীকে সহায়তা

খোয়াই, ০৪ নভেম্বর ।। খোয়াই মহকুমা মৎস্য তত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে খোয়াই, তুলাশিখর ও পদ্মবিল ব্লক ও খোয়াই পুর পরিষদ এলাকার ৯৩ জন মাছ চাষীর ছোট পুকুরে বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষে সহায়তা দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি অনুযায়ী খোয়াই ব্লকের ৩২ জন মৎস্য চাষীকে ১.৯২ হেক্টর পুকুরে, তুলাশিখর ব্লকের ২৮ জনকে ১.৬৮ হেক্টর পুকুরে, পদ্মবিল ব্লকের ২০ জনকে ১.২০ হেক্টর পুকুরে এবং খোয়াই পুর পরিষদ এলাকার ১৩ জন মৎস্য চাষীকে ০.৭৮ হেক্টরে মাছ চাষের জন্য প্রত্যেককে ৪৫০টি করে মিশ্র প্রজাতির মাছের পোনা সহ মাছ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৬ লক্ষ ৪১৭ টাকা ব্যয় হয়েছে বলে মৎস্য তত্বাবধায়কের কার্যালয় থেকে জানানো হয়েছে ।

মাইলং ভিলেজে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ

কৈলাসহর, ০৪ নভেম্বর ।। চন্ডীপুর ব্লকের মাইলং এ ডি সি ভিলেজে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে ৫ লক্ষ ৩৬ হাজার ৮১৬ টাকা ব্যয় হয়েছে । কর্মসূচি অনুযায়ী মাইলং কমিউনিটি হলে ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে পাকা জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ করা হয়েছে । ৯৫ হাজার ৯৩ টাকা ব্যয় করে ভিলেজে ৯টি আর সি সি ওয়েল সংস্কার করা হয়েছে । ১৬টি কাঁচা কূয়ো খননে ব্যয় হয়েছে ৩৭ হাজার ২০০ টাকা । ৩টি অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্র সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ৫৯ হাজার ১২৭ টাকা । ১টি মেশনারী ওয়েল সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ১১ হাজার ৬৪০ টাকা । মাইলং ভিলেজ অফিস সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ১৯ হাজার ৮৬২ টাকা । ১ লক্ষ ১২ হাজার ৯২৮ টাকা ব্যয়ে ভিলেজে ৪টি নালা সংস্কার করা হয়েছে । এছাড়া, ৩৩ হাজার টাকা ব্যয় করে ১টি বড় কাঁচা নালাও তৈরী করা হয়েছে ।

চাকমাঘাট পঞ্চায়েতে নানা কাজ

খোয়াই, ০৪ নভেম্বর ।। তেলিয়ামুড়া ব্লকের চাকমাঘাট পঞ্চায়েতের বিভিন্ন ওয়ার্ডে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে । এই কর্মসূচিতে পঞ্চায়েতের ৩ নং ওয়ার্ডে ৫৫ হাজার ৩৮৪ টাকা ব্যয়ে ১ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা এবং কৃষি জমির জলসেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ৬০০ মিটার কাঁচা সেচ নালা সংস্কারে ব্যয়ে হয়েছে ২৩ হাজার ৭৩৬ টাকা । ৪ নং ওয়ার্ডে ২ কিলোমিটার কাঁচা রাস্তা সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ৪০ হাজার ৫৯২ টাকা । এছাড়া, চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে পঞ্চায়েত কার্যালয়ের ৪৫ মিটার বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ করা হয়েছে । ব্যয় হয়েছে ১লক্ষ ৯৮ হাজার ৫৪৫ টাকা । সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এ তথ্য জানানো হয়েছে ।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা ভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে পর্যালোচনা

বিলোনীয়া, ০৪ নভেম্বর ।। বিলোনীয়া সার্কিট হাউসে আজ পূর্ত, স্বাস্থ্য ও রাজস্ব মন্ত্রী বাদল চৌধুরীর সভাপতিত্বে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচী নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও সমাহর্তা সি কে জমাতিয়া সহ সাব্রুম, শান্তিরবাজার ও বিলোনীয়া মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ । সভায় জেলায় সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের সহায়তা করা ছাড়াও কৃষি, মৎস্য, সেচ, সড়ক যোগাযোগ নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করা হয় । সভায় জেলা শাসক জানান, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় এখন পর্যন্ত ৭২০ জন ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়েছে । ৫১৩ জনকে ভূমিবন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে । দক্ষিণ ত্রিপুরার ২০৪.৪৮৭ কিমি সীমান্ত এলাকার মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৯৫.১১৬ কিমি কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার কাজ সম্পন্ন হয়েছে । ৪৪নং জাতীয় সড়কের ৬০.৪০০ কিমি অংশ প্রশস্ত করার জন্য ৭৮.৯৫৫ একর জমি অধিগ্রহণ করার কাজ সম্পন্ন হয়েছে । দক্ষিণ জেলায় ৫৫.৩৬ কিমি রেল পথের জন্য ৪৮৪.৪১ একর প্রয়োজনীয় জমি পাওয়া গেছে । সভায় জেলা শাসক জানান, বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে দক্ষিণ জেলাতে ১৩৩টি উন্নয়নমূলক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে । এরমধ্যে ৮৯টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন তহবিলের মাধ্যমে ১৭৫টি উন্নয়ন কাজ রূপায়িত হচ্ছে । এরমধ্যে ৯১টি প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে । তিনি আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় দরিদ্র শ্রেণীর নীচে বসবাসকারী ৩৩২২জন সুবিধাভোগীকে গৃহ নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ এগিয়ে চলছে । স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে ২৯৭১৬জন সুবিধাভোগীকে বিজ্ঞান সম্মত শৌচালয় নির্মাণ করে দেওয়ার কাজও এগিয়ে চলছে । কৃষি দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, সম্প্রতি বন্যায় দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ১৬,০০২জন কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ।

তিনি জানান, ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মোট ক্ষতির পরিমান প্রায় ৩০ কোটি টাকা । বিদ্যুৎ দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় বিদ্যুৎ ব্যবস্থা উন্নয়নে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে ৩১৭.৫ কোটি টাকা সহায়তা পাওয়া গেছে। তিনি জানান, এই অর্থে জেলার সাতচাঁদ, বগাফা, সাব্রুম এবং বিলোনীয়াতে ১৩২কেভি বিদ্যুৎ সাবষ্টেশন তৈরী, মনুঘাট, শ্রীনগর, চিত্তামাড়া, মহুরীপুর, একিনপুর, বড়পাথরী, বাইখোড়া প্রভৃতি স্থানে ৩৩ কেভি বিদ্যুৎ সাবষ্টেশন নির্মাণ ও পুরোনো বিদ্যুৎ সাব ষ্টেশনগুলি মেরামত করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে । সমাজ শিক্ষা দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, আগষ্ট মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় নতুন করে ১৬,৭৪৮ জনকে বিভিন্ন সামাজিক ভাতার আওতায় আনা হয়েছে । পূর্ত দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, জেলায় সড়ক উন্নয়নে মোট ৭৪টি সড়ক উন্নয়নের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে । পর্যালোচনা সভায় পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তাগুলি দ্রুত মেরামত করতে পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দেন । তিনি বন্যার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক ও মৎস্য চাষীদের দুর্যোগ মোকাবেলা তহবিলের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়ার জন্যও ডি এম কে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন । সভায় পূর্তমন্ত্রী জল সম্পদ দপ্তরের আধিকারিকদের বলেন, বন্যায় যে সমস্ত সেচ প্রকল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তা দ্রুত মেরামত করতে হবে । সভায় তিনি জেলার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিদ্যুৎ পরিষেবার সম্প্রসারণ ও সংযোগের কাজ দ্রুত শেষ করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন । রাজস্বমন্ত্রী শ্রী চৌধুরী ভূমিহীন ও গৃহহীনদের সংখ্যা চলতিমাসের মধ্যে চিহ্নিত করে আগামী জানুয়ারী, ২০১৮-এর মধ্যে জমি বন্দোবস্ত দেবার কাজ সম্পন্ন করতে জেলা শাসককে নির্দেশ দেন ।

শচীন দেববর্মণ এবং ড. বি.আর. আম্বেদকরের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি

পানিসাগর,০৩ নভেম্বর ।। পানিসাগর মহকুমা প্রশাসন এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গত ৩১ অক্টোবর পানিসাগর টাউন হলে মহকুমা ভিত্তিক ড. বি.আর. আম্বেদকর ও শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস। পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান আশুতোষ শর্মার সভাপতিত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের ভাইস চেয়ারপার্সন নীহারকান্তি দাস। এছাড়া, উপস্থিত ছিলেন পানিসাগর মহকুমা শাসক শুভাশিস ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সাহিত্যিক মিলন কান্তি দত্ত, ব্লকের বিডিও অনুপম চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানের অতিথিগণ ড. বি.আর. আম্বেদকর এবং শচীন দেববর্মণের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে পানিসাগর পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে দুর্গাপূজা আয়োজক কমিটিগুলিকে পুরস্কৃত করা হয়। এছাড়া, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের উদ্যোগে ব্লক এলাকার বিভিন্ন ক্লাবগুলিকে ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান করা হয়। এছাড়া, অনুষ্ঠানে পানিসাগর টাউন হল সংলগ্ন মাঠে বিধায়ক সুবোধ দাস-এর বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের বরাদ্দ অর্থে নবনির্মিত স্বামী বিবেকানন্দ মুক্তমঞ্চের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শীতল দাস।

পূর্ব নালীছড়ায় নানা উন্নয়ন কাজ

আমবাসা,০৩ নভেম্বর ।। আমবাসা ব্লকের পূর্ব নালীছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে কৃষি দপ্তর থেকে চলতি অর্থবছরে এম.জি.এন. রেগার মাধ্যমে ২ জন কৃষককে আম বাগান এবং ৪ জনকে লেবুর বাগান করে দেওয়া হয়েছে। এতে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৯৩৩ টাকা। এছাড়া, মৎস্য দপ্তর থেকে ২টি স্ব-সহায়ক দলকে এবং ১৩ জন মৎস্যচাষীকে মাছের পোনা সহ মাছ চাষের প্রয়োজনীয় উপকরণ দেওয়া হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে ১৮৫ জনকে ভাতা দেওয়া হচ্ছে। আমবাসা ব্লক থেকে চলতি অর্থবছরে পূর্ব নালীছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রধানমন্ত্রী আবাসন যোজনায় ৯টি পরিবারকে ঘর তৈরী করে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর থেকে চলতি অর্থ বছরে ধলাই জিলা পরিষদের বরাদ্দ অর্থে পূর্ব নালীছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫টি পরিবারকে ২টি করে ১০টি ছাগল দেওয়া হবে। সেই সাথে ঘাস চাষ করার সহায়তা দেওয়া হবে। এতে ব্যয় হবে ১৯ হাজার ৫০০ টাকা। সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের সচিব এ তথ্য জানিয়েছেন।

শান্তিরবাজারে শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী ও শারদ সম্মান প্রদান অনুষ্ঠান

শান্তিরবাজার,০৩ নভেম্বর, ।। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর এবং শান্তিরবাজার পুর পরিষদের যৌথ উদ্যোগে সম্প্রতি শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে শচীন দেববর্মণের জন্মজয়ন্তী এবং শারদ সম্মান ২০১৭ প্রদান উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়। উদ্বোধকের ভাষণে সভাধিপতি হিমাংশু রায় বলেন, সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ও বিকাশে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ নিয়েছে। সুস্থ সংস্কৃতি আছে বলেই রাজ্যে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথির ভাষণে পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাস বলেন, মহকুমায় সংস্কৃতি চর্চায় উল্লেখযোগ্য বিকাশ হচ্ছে। তিনি বলেন, সম্প্রতি সিকিমের গ্যাংটকে অনুষ্ঠিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল ভিত্তিক যুব উৎসবে শান্তিরবাজারের লোকগানের দল প্রথম স্থান অর্জন করে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন মানিক শূর, বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল বিশ্বাস, বকাফা ব্লকের বিডিও প্রদীপ সরকার, পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক রুদ্রদীপ নাথ প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে পুর এলাকার ১৫টি দুর্গাপূজা কমিটিকে পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান করা হয়। সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের ক্রীড়া ও সংস্কৃতি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সুবল চন্দ্র দাস। স্বাগত ভাষণ রাখেন মহকুমা তথ্য ও সাংস্কৃতিক আধিকারিক।

শান্তিরবাজার পুর পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের পর্যালোচনা

শান্তিরবাজার, ৩ নভেম্বর ।। শান্তিরবাজার পুর পরিষদের বিভিন্ন উন্নয়ন মুলক কাজের পর্যালোচনা সভা সম্প্রতি শান্তিরবাজার কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয় । পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পুর পরিষদ এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয় । সভায় পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন জানান, অসংগঠিত শ্রমিক সহায়িকা প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণ করার জন্য পুর পরিষদ এলাকা থেকে ১৩ জনের আবেদনপত্র জমা পড়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে জানানো হয়, পুর এলাকার কৃষকদের জন্য ভর্তুকীতে ১১টি পাওয়ার টিলার বরাদ্দ করা হয়েছে । শীতকালীন সবজী হিসেবে ৫০ জন কৃষককে টমেটো চাষের আওতায় আনা হবে । এছাড়া, টি. পি. এস. আলু চাষ হবে ৬০ হেক্টর এবং আমন ধান চাষ করা হবে ৯ হেক্টর জমিতে । মৎস্য দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, খুব শীঘ্রই পুর এলাকার ১০০ জন মাছ চাষীকে মাছের যাবতীয় খাদ্যসহ মাছের পোনা বিতরণ এবং এই প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের নিয়ে মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে । শিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয়, পুর এলাকার সবকটি বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠন সহ নিয়ম মাফিক মিড-ডে মিল চলছে । ডি. ডব্লিও. এস. দপ্তর থেকে জানানো হয়, পুর এলাকার বি.পি.এল. পরিবারগুলোকে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হবে ।

সমবায় সপ্তাহঃ বকাফায় সেমিনার ১৭ নভেম্বর

শান্তিরবাজার, ০৩ নভেম্বর ।। জাতীয় সমবায় সপ্তাহ উদযাপন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আগামী ১৭ নভেম্বর বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির হলে সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে । এ উপলক্ষ্যে সম্প্রতি পঞ্চায়েত সমিতির মিলনায়তনে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় । সভায় সেমিনারকে সফল করার জন্য জনপ্রতিনিধি সহ বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় । কমিটির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে রয়েছেন বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শংকর মজুমদার এবং ভাইস চেয়ারম্যান হিসাবে রয়েছেন শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন চন্দ্র দাস । সভায় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান, ত্রিপুরা সমবায় সমিতির আধিকারিকগণ এবং সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকার বিভিন্ন ল্যাম্পস ও প্যাকসের প্রতিনিধিগণ ।

বড়মুড়া মেলা ও উৎসবের উদ্বোধন

মোহনপুর, ০৩ নভেম্বর ।। উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে গতকাল থেকে হেজামারা ব্লকের ভারত চৌধুরী পাড়া ভিলেজের বড়মুড়া পাহাড়ে শুরু হয়েছে বড়মুড়া মেলা ও উৎসব। তিন দিন ব্যপী এই মেলার উদ্বোধন করে এ ডি সি-র চেয়ারম্যান রনজিৎ দেববর্মা বলেন, জাতি উপজাতি সব অংশের মানুষের উপস্থিতিতে যে কোন মেলা মিলন মেলায় পরিণত হয়। রাজ্যের শান্তি,সম্প্রীতি ও ঐক্য সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে এজাতীয় মেলা আয়োজনের গুরুত্ব রয়েছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে বিধায়ক প্রনব দেববর্মা বলেন, বহু প্রাচীন এই মেলা। বর্ত্তমানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এই মেলার প্রসার ঘটেছে। তিনি বলেন, এই মেলার মধ্য দিয়ে একে অপরের মধ্যে মেলবন্ধন ঘটবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেজামারা বি.এ.সিঞ্চর প্রাক্তন চেয়ারম্যান রমনী দেববর্মা, সমাজ সেবী দয়াল দেববর্মা, তক্ষিরাই দেববর্মা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন ব্লকের বি.ডি.ও মানিক চাকমা। সভাপতিত্ব করেন হেজামারা বি.এ.সিঞ্চর চেয়ারম্যান এম.ডি.সি কুমুদ দেববর্মা। আয়োজিত এই মেলায় কৃষি, প্রাণী সম্পদ বিকাশ, আই.সি.ডি.এস, স্বাস্থ্য দপ্তর সহ হেজামারা ব্লক থেকে প্রদর্শনী ষ্টল খোলা হয়।

৭১৯ জনকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

আমবাসা, ০৩ নভেম্বর ।। আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে গত অক্টোবর মাসে আমবাসা ব্লক এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ২১টি স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৭১৯ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়।এর মধ্যে ৮৮ জনের রক্ত পরীক্ষা করা হয়। স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে আলোচনা করেন আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের এম.ও.আই.সি ডাঃ সঙ্গীতা রিয়াং, ডাঃ নির্মল দেব, ডাঃ সুজিত দাস প্রমুখ।

যুবরাজনগর ব্লক অফিসের নতুন বাড়ীর উদ্বোধন

ধর্মনগর, ৩ নভেম্বর ।। আজ এক আনন্দঘন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জাতি উপজাতির বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে যুবরাজনগর ব্লক অফিসের নব নির্মিত পাকাবাড়ীর উদ্বোধন হয় । প্রদীপ প্রজ্জ্বলন ও ফিতা কেটে এর দ্বারোদঘাটন করেন বিধান সভার অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মানিক দে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ চন্দ্র জমাতিয়া এবং উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিমা দাস উপস্থিত ছিলেন । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুবরাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সমীরণ দাস । এটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা । ব্লক কার্যালয়ে রয়েছে ১টি কনফারেন্স হল, ব্লক আধিকারিকের কক্ষ, পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যানের কক্ষ, টেকনিক্যাল সেকশন, এম জি এন রেগা সেকশন, পঞ্চায়েত অফিসারের কক্ষ, অ্যাকাউন্ট সেকশন ও ক্যাশ সেকশন । গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই পাকাবাড়ী নির্মাণ করেছে । উদ্বোধকের ভাষণে বিধানসভার অধ্যক্ষ রমেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ বলেন, রাজ্য সরকারের ক্ষমতার বিকেন্দ্রিকরণের ফলে এই প্রশাসনিক পরিকাঠামো গড়ে উঠেছে । গ্রামীণ এলাকার মানুষ যাতে খুব সহজে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা পেতে পারে সেই লক্ষ্যেই ব্লকগুলি গঠিত হয়েছে ।

তিনি বলেন, এক সময় পানিসাগরে একটি ব্লকই ছিল । বর্তমানে একটি ব্লক থেকে মানুষের কাজের সুবিধার্থে যুবরাজনগর, কদমতলা ও কালাছড়া ব্লক গঠিত হয়েছে । বিধানসভার অধ্যক্ষ বলেন, মানুষের আর্থসামাজিক জীবন মান উন্নয়নে মানুষের সহযোগিতা নিয়ে সবকটি ব্লক কাজ করে যাচ্ছে ।

প্রধান অতিথির ভাষণে পঞ্চায়েত মন্ত্রী মানিক দে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্য প্রশাসনকে মানুষের দুয়ারে পৌঁছে দেওয়া । জনগণের মত ও চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়েই পরিকল্পনা প্রণয়ন হচ্ছে । তার বাস্তবায়ন হচ্ছে জনগণের হাত দিয়েই । তিনি বলেন, প্রশাসনকে মানুষের আরো কাছে পৌঁছে দিতে ১০টি মহকুমা থেকে ২৩ মহকুমা হয়েছে । ১৭টি ব্লক থেকে ৫৮টি ব্লক গঠিত হয়েছে । গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৯১টি। এ ডি সিতে ভিলেজ কমিটি রয়েছে ৫২৭টি। শহর এলাকায় পুর পরিষদ ও নগর পঞ্চায়েত রয়েছে। প্রতিটি স্তরে সঠিক ভাবে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন ।

পঞ্চায়েত মন্ত্রী বলেন, শান্তি ছাড়া কোন উন্নয়ন সম্ভব নয় । সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষ যাতে রাজ্যে অশান্তি তৈরী করতে না পারে এজন্য সকল অংশের মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে । রাজ্যের শান্তি সম্প্রীতি ঐক্য বজায় রেখে উন্নয়নের ধারাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

বিশেষ অতিথির ভাষণে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী নরেশ জমাতিয়া বলেন, এই ব্লক অফিস যাতে এখানকার জনগণের অফিসে পরিণত হয় তা দেখতে হবে । তিনি বলেন,জনগণের সহযোগিতায় সারা দেশের মধ্যে উন্নয়নে এ রাজ্য নজীর সৃষ্টি করেছে । সবাই মিলে কাজ করার ফলে সফলতা এসেছে । প্রশাসনকে আরো বেশী সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যেতে রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে । তিনি বলেন, বিগত বছরগুলিতে এম জি এন রেগায় গড়ে ৮০ শ্রমদিবসের বেশী কাজ হয়েছে। রাজ্য সরকার অনেকবার পুরস্কার পেয়েছে । এবছর রেগার টাকা অনেক কমিয়ে দেয়া হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী বলেন, হিন্দু -মুসলমান, জাতি - উপজাতির মধ্যে ঐক্য বিনষ্টে একটি গোষ্ঠী ষড়যন্ত্র করছে । এদের সম্পর্কে সজাগ সতর্ক থাকতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান রাখেন । অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন উত্তর জেলার জেলাশাসক শরদিন্দু চৌধুরী । অনুষ্ঠানে জিলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি স্বপন দেবনাথ সহ ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতের জন প্রতিনিধিগণ সহ বি ডি ও পরিতোষ বিশ্বাস, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের এস ই পরিমল দেববর্মা ও বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শান্তিরবাজারে এ এন এম ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের উদ্বোধন

শান্তিরবাজার, ৩ নভেম্বর ।। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ শান্তিরবাজার পুরানো প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অক্সিলিয়্যারি নার্স মিড-ওয়াইফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউশনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন, ফলক উন্মোচন ও ফিতা কেটে এর উদ্বোধন করেন কারামন্ত্রী মণীন্দ্র রিয়াং । উদ্বোধকের ভাষণে শ্রী রিয়াং সার্বিকভাবে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য দপ্তরের গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর উল্লেখ করেন । তিনি বলেন, রাজ্যের দূরবর্তী এলাকাগুলোতেও এখন চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দেবার কর্মযজ্ঞ চলছে । স্বাস্থ্য দপ্তরের এইসব কাজকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন । মন্ত্রী এই ইনস্টিটিউশনের প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, যারা এই ইনস্টিটিউশনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার উদ্দেশ্যে যুক্ত হয়েছেন তাদের সকলকে সুনামের সাথে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দিতে হবে । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়,বিধানসভার মুখ্য সচেতক বাসুদেব মজুমদার, বিধায়ক যশবীর ত্রিপুরা, স্বাস্থ্য দপ্তরের অধিকর্তা এন. ডার্লং এবং অনুষ্ঠানের সভাপতি শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন দাস প্রমুখ । স্বাগত ভাষণ দেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: জগদীশ নম: । উল্লেখ্য, এ.এন.এম. ট্রেনিং ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলার কাজে ব্যয় হয়েছে ২৫ লক্ষ টাকা । মোট ৩০ জন মহিলা এই ইনস্টিটিউশনে প্রথম ব্যাচের প্রশিক্ষণ নেবেন ।

ডুকলি ব্লকে কনিজাল বিতরণ

আগরতলা, ৩ নভেম্বর ।। মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে আজ ডুকলি ব্লক এলাকার তপশিলী জাতির ২৪০ জন মৎস্যচাষীকে বিনামূল্যে কনিজাল বিতরণ করা হয় । ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির হলে সমিতির চেয়ারম্যান প্রমিলা রায় সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মৎস্যচাষীদের হাতে কনিজাল তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস । তিনি বলেন, মৎস্য চাষে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে অধিক উপার্জন করা যায় । এর জন্য মৎস্যচাষীদের আগ্রহ থাকতে হবে । বিজ্ঞান সম্মত ভাবে মৎস্য চাষের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছে । তিনি বলেন, বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মৎস্যচাষীদের সহায়তার জন্য পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদ বিনামূল্যে মাছের পোনা বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে । ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাঁর আলোচনায় মৎস্যচাষীদের সরকারী সুযোগ -সুবিধা গ্রহণ করে মৎস্য চাষের মাধ্যমে নিজেদের আয়ের উৎস সৃষ্টির জন্য আহ্বান জানান । মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, ডুকলি ব্লক এলাকায় মৎস্যচাষীদের আর্থ সামাজিক মান উন্নয়নের জন্য মৎস্য দপ্তর থেকে বিভিন্ন কর্মসূচী রূপায়ণের পাশাপাশি বিগত অর্থবর্ষে ব্লকের বেলাবরে ১০টি মৎস্যজীবী পরিবারকে গৃহ নির্মাণ করে দেয়া হয়েছে ।